সাধু পল ঃ জিরো থেকে হিরো

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশবাসীর আলোকিত জীবনের সন্ধানে পথ-চলা

– ফাদার নিকোলাস চিসিম

সিংহের ন্যায় প্রবল প্রতাপে যিনি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে নির্মমতার নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছিলেন আদি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সমাজে, আজ সেই শৌল পলে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন মণ্ডলীর এক উত্তম আদর্শ বাণীপ্রচারক। তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর এক নির্ভীক সেনা যেন প্রভুর কাজে একটি স্তম্ভ। পলের নিজের কথায়, "আমি তখন পরমেশ্বরের ভক্তমণ্ডলীর উপর চরম অত্যাচার চালাতাম, তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতাম। ইহুদী ধর্মপালনের ব্যাপারে আমার সমবয়সী বেশীর ভাগ ইহুদীকেই আমি ছাড়িয়ে যেতাম" (গালা ১:১৩খ, ১৫)। সাধু পল একজন গোড়া কট্টরপন্থী ইহুদী ছিলেন। সে কারণেই আদি মণ্ডলী খ্রীষ্টধর্ম পালনের কোন স্বাধীনতা ছিল না। মৌলবাদ সর্বদাই মানব জীবনের মৌলিক স্বাধীনতাকে ও মুক্ত মানব জীবনের মূল্যবোধ এবং সুবৃত্তিগুলোকে গ্রহণ করার স্বীকৃতি দিতে চায় না। পলের ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল।

পলের জীবনের শূন্যতা (জিরো)

জিরো বলতে আমরা বুঝি শূন্যতা, যার কোন ফল নেই। যার কোন মূল্যই নেই, যা অসার। পল নিজেকে যতই শক্তিশারী ও মহৎ মনে করুন না কেন, আসলে তিনি ছিলেন অন্তর সত্ত্বায় সবচেয়ে দুর্বল ও হীন। সেই দীনতা, হীনতা ও দুর্বলতা তিনি প্রকাশ করেছেন ক্ষমতা ও পেশী শক্তি দেখিয়ে মণ্ডলীকে অত্যাচার করে। তিনি ছিলেন অশান্ত, অস্থির ও অন্তঃসারশূন্য। শূন্যতার মধ্যে কোন ওজন থাকে না। সে কারণে যে কোন সামান্য শক্তিতে সেটা তাড়িত হয়। পৌলও সেভাবে তাড়িত হয়েছিলেন তার হৃদয়ের শূন্যতার কারণে এবং আবেগিক জীবনের ফলে। তাই পল খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছিলেন। যীশু নিজেই শৌলকে সে কথা বলেছিলেন, "শৌল, শৌল কেন আমাকে নির্যাতন করছ?" শৌল যে ভাবে জীবন যাপন করেছেন, তাতে নিজেই নিজের কথা বলেন, "কারণ এক সময় আমরা নিজেরাই তো ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট মানুষ। ছিলাম কামনা-বাসনা আর আমোদ-আহ্লাদের ক্রীতদাস। অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে মনের ঈর্ষা পুষেই তখন দিন কাটাতাম। নিজেরাও ঘৃণ্য ছিলাম, আর পরস্পরকেও ঘৃণার চোখে দেখতাম" (তীত ৩:৩)। মণ্ডলী যে খ্রীষ্টের নিগূঢ় দেহ তা যীশু শৌলের কাছে স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন এভাবে – "আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতন করছ" (শিষ্য ৯:৪-৫)। খ্রীষ্টে পূর্ণ হওয়ার পরেই তার মধ্যে এসেছে শান্ত-সৌম্য এক প্রকৃত জীবন। খ্রীষ্টে এমন জীবনই মানুষকে পূর্ণতা দান করতে পারে। খ্রীষ্টকে পেলে সকল চাওয়া একবারে মিটে যায়। এ সত্য পলের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

খ্রীষ্টযীশুতে পল

খ্রীষ্ট যে পলকে নিযুক্ত করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পল নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন, "আমি প্রেরিতদূত পল, ... সেই পিতাই যাকে নিযুক্ত করেছেন, সেই পল আমি" (গালা ১:১)। খ্রীষ্ট পলকে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তাকে নতুন মানুষ ক'রে তুলেছেন, গড়ে তুলেছেন প্রেরিতদূত হিসাবে। তারই কথায় তিনি যেন পুরোনো মানুষকে, জীর্ণ পোশাকের মত ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং পরিধান করেছেন সেই নতুন মানুষটিকে, যে মানুষটি পরম জ্ঞানের সন্ধান দেবার জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজের সাদৃশ্যে নিত্যই নবীন করে তোলেন। পলের কথায়, "আমি সে তো আমি নই; খ্রীষ্টই আমার মধ্যে আছেন"।

পল খ্রীষ্টের নতুন সৈনিক ও সংস্কৃতির ধারক

মন ও জীবন পরিবর্তনের পর পল খ্রীষ্টের পক্ষে বিপুল সাহসের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে; সত্য, সুন্দর ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই তিনি বলেন, "সংগ্রাম করেছি শুভসংগ্রাম, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টবিশ্বাস" (২তিমথি ৪:৭)। এ সংগ্রাম ব্যক্তি, জাতি-গোষ্ঠী, সমাজ ও মণ্ডলীর অন্ধকার দিকগুলোর বিরুদ্ধে। বিশ্বজনীন মানব সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সেই সময়কার মানুষের মৌলবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে অপসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বদ্ধজীবন, সংকীর্ণ মন ও বদ্ধ-হৃদয়ের বিরুদ্ধে। সাধু পল প্রকৃতিগত ভাবেই স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ও গড়ে উঠার ভিত্তি রচনা করেছেন, যেন প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী ও সমাজ-সংস্কৃতির মানুষের কাছে খ্রীষ্ট জন্ম নিতে ও মহিমান্বিত হতে পারেন। তাদের জীবনদেবতাকে পূজার্চনা করতে পারেন। সাধু পল এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেছেন। সে কারণেই সকল জাতির কাছে তিনি স্মরণীয়, বরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। সাধু পল একজন মুক্তচিন্তা ও উন্মুক্ত হৃদয়ের মানুষ। তাই তিনি সকলের কাছে খ্রীষ্টকে বহন করে হিরো হয়ে উঠেছেন। "অন্য কিছু নয়, আমার শুধু সেই সব কিছু বলবারই সাহস আছে, খ্রীষ্টীয় আনুগত্যের পথে বিজাতীয়দের নিয়ে আসার জন্যে যা স্বয়ং খ্রীষ্টই করিয়ে নিয়েছেন আমাকে দিয়ে – আমার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে, নানা ঐশ নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনারই শক্তির মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মারই শক্তি দিয়ে" (রোমীয় ১৫:১৮-১৯)। পল নিজেও 'খ্রীষ্টের আপনজন হিসাবে তাঁর সেবা করতে পেরে গৌরবান্বিত' (রোমীয় ১৫:১৭)।

জিরো থেকে হিরো এই মানুষ প্রেম, সত্য ও স্বাধীনতায় তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা-দীক্ষায় যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন খ্রীষ্টের বাণীদূতদেরকে অনুপ্রাণিত করে আসছেন। তিনি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ মানুষের কাছে বাণীপ্রচারে অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন। সাধু পলের বাণীতেই অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশেও অনেকেই প্রচারকার্যে অংশ নিয়েছেন এমনকি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তেমনই এক পথপ্রদর্শক, যার মধ্য দিয়ে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস প্রচারের পথ সুগম হয়েছিল, সেই প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতালম্বী বাবু জয়নাথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। কথায় বলে, 'দ্বন্দ্ব ছাড়া বৃদ্ধি নেই'। এ দ্বন্দ্ব খ্রীষ্ট-সত্যকে ঘিরে। ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ঈশ্বর মানুষকে নিযুক্ত করেন। বাবু জয়নাথ তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার সাথে আরো ছিলেন সেই আদি ও সত্য খ্রীষ্টধর্মের অনুসন্ধানকারী গণজিরিং হাজং, উজির রুরাম, থিমান দাংগো ও সিন্ধু রুগা প্রমুখ। এরপরে যথাক্রমে ফাদার ফোরী সি এস সি, ফাদার টি.জে, ক্রাউলী, সিএসসি ও ব্রাদার ইউজিন যারা গারো অঞ্চলে প্রথম খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উল্লেখ্য যে, প্রথম বাঙ্গালী প্রচারক হিসেবে ছিলেন বাবু ক্লেমেন্ট দত্ত। এই ভাবে রাণীখং থাকশাল পাড়ায় প্রথম মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সে কারণেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাণী প্রচারের শতবর্ষ খুব শীঘ্রই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। শাস্ত্রের কথায় – "ধন্য সে মানুষের পদযুগল, যে মানুষ মঙ্গলবার্তা বহন করে আনে"। সত্যি তাদেরই কঠিন আত্মত্যাগ ও বাণীপ্রচারের ফলে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের অবকাঠামো মজবুত হচ্ছে, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে। আজ ধর্মপ্রদেশবাসী মারীয়ার কথায় সুর মিলিয়ে বলতে চায়, ' আহা! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের ধর্মপ্রদেশের জন্য কি মহান কাজই না করেছেন। পুণ্য আহা পুণ্য তাঁর নাম। এ দীন জাতির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি' (লুক ১:৪৯-৫০)।

বর্তমানে গারো জাতির মধ্যে বলতে গেলে শতভাগই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। তবে তাদের মধ্যে কাথলিকের সংখ্যাই বেশী। পল যেভাবে খ্রীষ্টের ভালবাসার স্পর্শ লাভ ক'রে জিরো থেকে হিরো হয়ে উঠেছেন, তেমনি খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশবাসী এগিয়ে চলেছে আলোকিত জীবনের সন্ধানে।

সাধু পলের মানবীয় গুণাবলী

– *পংকজ জে. নকরেক, সিএসসি*

সাধু পল মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। শৌল, যিনি খ্রীষ্টানুসারীদের ধ্বংস ক'রে ফেলতে বদ্ধপরিকর, খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভের পর মন পরিবর্তন ক'রে তিনিই হলেন খ্রীষ্টের বাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান হাতিয়ার। কেবল বাণীপ্রচার নয়, খ্রীষ্টবিশ্বাসের মূল শিক্ষা যেন বিশ্বাসী ভক্তদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয় সেজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। খ্রীষ্টের জন্য কারাবরণ করেছেন, খ্রীষ্ট নামের জন্য যে কোন নির্যাতন সহ্য করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টের জন্য শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন। কী এমন গুণের অধিকারী ছিল এই মানুষটি ? আমাদের মানসপটে এই প্রশ্নটি আসাটাই স্বাভাবিক।

পলের মানবীয় গুণাবলী

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সাধু পলের মন পরিবর্তন, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচার যাত্রা, বিভিন্ন স্থানে বাণীপ্রচার, কারাবরণ, বিভিন্ন মণ্ডলীকে দিক্‌নির্দেশনা প্রভৃতি। প্রেরিতদের কার্যাবলী ও সাধু পলের লেখা বিভিন্ন পত্রাবলী থেকেই তাঁর মানবীয় গুণগুলো জানা সম্ভব।

পবিত্রতা

আপাতদৃষ্টিতে পলের মন পরিবর্তনের পূর্বের জীবন পবিত্র নয় বলেই মনে হতে পারে। কারণ যে কোন মূল্যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ধ্বংস করতেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন (দ্র:শিষ্য ২৬:১০-১১)। ধ্বংসাত্মক কাজ কখনো কাউকে পবিত্র করে না। কিন্তু একজন ইহুদী হিসেবে পলের জন্য সেই কাজ করাই যেন বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের সাক্ষাতে রূপান্তরিত নতুন মানুষে পরিণত হন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন : "খ্রীষ্টের সঙ্গে আমিও এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি। তাই এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন" (গালা ২:২০)।

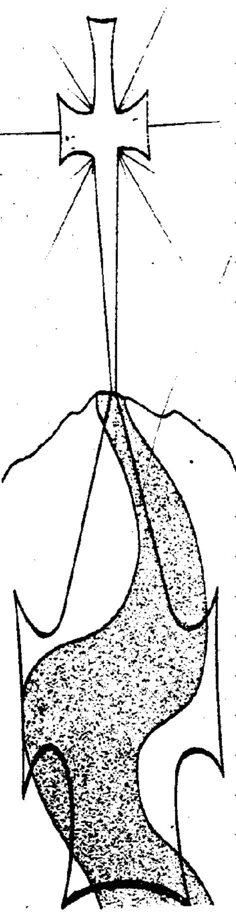

এছাড়াও খ্রীষ্ট নামের জন্য কষ্টভোগ করার ব্যাপারে ছিল তাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : "আমরা তো সব ব্যাপারেই যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়ে থাকি। স্বীকার করি যত ক্লেশ, দুর্গতি, সঙ্কট; যত প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা; স্বীকার করি বহু পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ আর অনাহার। (১করি ৬:৪)। তিনি নিজে যেমন পবিত্র জীবন যাপন করেছেন ঠিক তেমনি অন্যদেরও তা করতে পরামর্শ দেন: "এখন তোমরা বরং নববেশ-রূপে পরিধান কর স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকে। তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটার চিন্তায়, তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় তোমরা এখন আর মন দিয়ো না" (রোমীয় ১৩:১৪)।

সততা

সততা একটি গুণ। এই গুণ অর্জন করতে হলে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়। আর আমরা দেখতে পাই, সত্য বলে পল যা জেনেছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তা-ই আঁকড়ে ধরেছেন। তিনি সত্যের সাধনাই কেবল করেননি, সত্য শিক্ষাও দিয়ে গেছেন : "তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই মতো" (এফে ৪:২৫)।

বিশ্বস্ততা

পল ছিলেন মঙ্গলবাণীর বিশ্বস্ত সেবক। নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তিনি মঙ্গলবাণীর জন্য কাজ করেছেন। বার বার তাঁর প্রৈরিতিক শিষ্যত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বার বারই বলেছেন, স্বয়ং যীশুই তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর কাজ করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। বিশ্বাসের গুণে মানুষ এমন শক্তি পায় যার দ্বারা ঈশ্বর যে সমস্ত সত্য প্রকাশ করেছেন সেই সত্যকে সে গ্রহণ করে। কারণ বিশ্বাস একটি ঐশ্বরিক গুণ। বিশ্বাস মন পরিবর্তন ও খ্রীষ্টীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ।

কষ্ঠভোগী সেবক

সত্যিকারভাবেই পল একজন কষ্টভোগী সেবক। তিনি তাঁর আপনজনদের ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টকে প্রচারের জন্যে মাইলের পর মাইল পথ পরিভ্রমণ করেছেন। ভিন্ন ভাষা-ভাষী, ভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে গিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করা সহজ বিষয় নয়। প্রায় অসাধ্য এই কাজটিও তিনি করেছেন। খ্রীষ্ট নামের জন্য কারাভোগ করেছেন, অপমানিত হয়েছেন, হয়েছেন লাঞ্ছিত। তবু তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। এত কষ্টের মাঝেও তিনি বলেন,"...কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছি আমি। কতবার রাত জেগেছি আমি, হয়েছি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত ! বহুবার থেকেছি অনাহারে, সয়েছি শীতের কষ্ট আর বস্ত্রাভাব!" (২করি ১১:২৪-২৭)।

কতর্বপালনে নিষ্ঠাবান

"...হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি! নিজে থেকেই যদি তা করতাম, তবে অবশ্য পুরস্কারের কথা উঠত" (১করি ৯:১৬-১৭)। এই কথা থেকে বুঝা যায় পল তার কর্তব্য পালন করার জন্য কতটুকু নিষ্ঠাবান ছিলেন। এই কর্তব্যনিষ্ঠাই তাঁকে তিন তিনবার প্রচার অভিযান করতে প্রেরণা যুগিয়েছে, নিজের মধ্যে তাগিদ অনুভব করেছেন নতুন প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীকে যত্ন নিতে। তাই তিনি একের পর এক বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকট পত্র লিখেই গেছেন। কখনো কখনো লোক পাঠিয়েছেন তার প্রতিনিধি রূপে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তার কর্তব্যনিষ্ঠতার কথা বলেন : "... আমি আমাদের ধর্মের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য মেনেই এসেছি : একজন যথার্থ ফরিসির মতোই জীবন কাটিয়েছি আমি" (শিষ্য ২৬:৫)

সাহসী

পল বন্দী অবস্থায়ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইহুদী মহাসভায় যখন মহাযাজক আনানিয়াস পলকে আঘাত ক'রে তাঁর মুখটা বন্ধ করে দিতে বললেন, "পল তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ... তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমাকে আইনমতো বিচার করবে বলেই তো! আর সেই তুমি কিনা আইন ভেঙে আমাকে আঘাত করবার হুকুম দিচ্ছ' ?" (শিষ্য ২৩:৩)।খ্রীষ্টের পরিচয় লাভের পূর্বে পলের যে জীবনচিত্র জানা যায়, তাতে তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন শক্তির উপর ভয় তাঁর ছিল না। অকুতোভয় শৌল তখন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের যে কোন মূল্যে ধ্বংসই করতে চেয়েছিল।

জ্ঞানী

গামালিয়েলের শিষ্য শৌল জ্ঞানের দিক থেকে যে কোন ইহুদীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বার বার পুরাতন নিয়মের অনেক কথা নিয়ে এসেছেন : "বিধানগ্রন্থে তো লেখা-ই আছে : 'ভিন ভাষাভাষী মানুষের মুখ দিয়ে, ভিনদেশী মানুষেরই মুখ দিয়ে আমি এবার এই জাতির মানুষকে আমার কথা শোনাব, ..." (১করি ১৪:২১)। আর ইহুদী আইন-কানুন সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ। এছাড়াও হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারতেন; "পল তখন সেখানে সেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই হাতের ইশারায় সকলকে চুপ করতে বললেন। তখন সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি এবার হিব্রু ভাষায় বলতে শুরু করলেন" (২করি ১২:৪)। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা তোমাদের সবার চেয়ে আমার তো বেশীই আছে" (১করি ১৪:১৮)।

কৌশলী

পল ছিলেন অত্যন্ত সুকৌশলী। কোন কিছু বলার বা করার পূর্বে স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ করে নিতেন। সেজন্যেই বোধ হয় খ্রীষ্টবিরোধী শক্তির ব্যপকতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে দীর্ঘ সময় খ্রীষ্টবাণী প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রোমীয় শতানীক যখন তাঁকে চাবুক মারতে উদ্যত হলেন, তিনি তখন বলে উঠলেন, "যে-লোক একজন রোমীয় নাগরিক, যার বিচার এখনও করা হয়নি, তেমন লোককে কি চাবুক মারার অধিকার আপনাদের আছে ?" (শিষ্য ২২:২৫)।

খ্রীষ্টবাণী যেন লোকদের কাছে সহজের গ্রহণীয় হয়, সেজন্যও তিনি এথেন্সবাসীদের কাছে চমৎকার কৌশল

অবলম্বন করেন : "আপনাদের এই শহরে ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন আপনাদের নানা পুণ্যনির্মিতি লক্ষ্য করে দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদীও আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা আছে : 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত।' তাই শুনুন : যাঁকে আপনারা না জেনেও ভক্তি করেন, আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি!" (শিষ্য ১৭:২৩)

সংস্কৃত্যায়নের পথিকৃৎ

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা হতে আজ অবধি সংস্কৃত্যায়নের যে জোয়ার মণ্ডলীতে বইছে তা যেন সাধু পল দু'হাজার বছর পূর্বেই শুরু ক'রে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো তাঁর নিজের মত ক'রে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে কারও উপর চাপিয়ে দেননি। বরং, তারা যেভাবে সহজে বুঝতে পারবে সেই পন্থা অবলম্বন করেই তিনি বাণী প্রচার করে গেছেন। "... দুর্বল যারা, আমি তাদের কাছে হয়েছি দুর্বল – দুর্বলদেরই মন জয় করার জন্যে। সকলের কাছে আমি সব-কিছুই হয়েছি, যাতে, যেমন করেই হোক, কয়েকজনকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি" (১করি ৯:১৯-২২)।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী

পল কখনো অন্যায়ের কাছে আপোস করেননি। এমনকি পিতরের অন্যায় আচরণও তিনি সহ্য করেননি : "তবে পিতর যখন পরে আন্তিয়োক নগরে এসেছিলেন, আমি তখন তাঁর মুখের ওপর একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কারণ তাঁর আচরণ তখন নিঃসন্দেহে অন্যায় হয়ে উঠেছিল" (গালা ২:১১)।

পরিশ্রমী

মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য সাধু পল কখনো ক্লান্তবোধ করেননি : "এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কঠোর পরিশ্রম করি এবং খ্রীষ্টের যে কর্ম-শক্তি আমার অন্তরে প্রবল প্রেরণা জোগায়, সেই শক্তির সাহায্যে আমি প্রাণপণ সাধনাই করে চলি" (কল ১:২৯)। এমনকি নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করতেন এবং অন্যদেরওকও তা করতে উৎসাহিত করতেন : " ... তোমাদের কাছে থাকতে আমরা কখনো কোন রকম অলসতা করিনি। কাউকে দান না দিয়ে তার কাছ থেকে খাবারও নিইনি কখনো; বরং বহু পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিন-রাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই। ... তাই আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম : যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না" (২থেসা ৩:৬-১০)।

দক্ষ পরিচালক

পল বাণীপ্রচার এবং খ্রীষ্টে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি যেখানেই খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেছেন, সেখানেই লোকেরা যত্নশীল ছিলেন যাতে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে এবং ভ্রান্ত শিক্ষাদানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন : "তাই বলছি, তোমরা যখন যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলেই গ্রহণ করেছ, তখন তাঁরই পথে এগিয়ে চল তোমরা। তাঁরই আশ্রয়ে স্থিতমূল হয়ে থাক, তাঁকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠ; যে-বিশ্বাসে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তাতেই অটল হয়ে থাক; তোমাদের অন্তর উচ্ছল হয়ে উঠুক পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনে।' (কল ২:৬-৮)।

সন্তান বৎসল

সাধু পল তিমথির কাছে লেখা পত্র দু'টিতে তাঁর সন্তানবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা যেন আবেগজড়িত হৃদয়ে পুত্রকে দিক নির্দেশনা দান করছেন। উভয় পত্রই তিনি শুরু করেন এই সম্ভাষণ জানিয়ে : "আমদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর এবং আমাদের আশাস্থল খ্রীষ্ট-যীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্ট-যীশুরই প্রেরিতদূত এই যে-আমি, পল, এই পত্র লিখছি, তিমথি, তোমারই কাছে, যে-তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমার যথার্থ সন্তান" (১তিমথি ১:১-২)। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা দান করেন, পল সেভাবেই তিমথিকে নির্দেশনা দান করেন।

সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে লেখা দ্বিতীয় পত্রে পবিত্র আত্মা প্রদত্ত নানা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ঐ সমস্ত গুণের সমাহার তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে। আমরা মানবীয় যেকোন গুণের কথাই বলি না কেন, তা যেন সবই সাধু পলের মধ্যে বর্তমান। ঈশ্বর অনুগ্রহ ক'রে যে এই দানগুলো তাঁকে দিয়েছেন, সেজন্যও তিনি কখনো গর্ববোধ করেননি। বরং গর্ববোধ করেছেন, যদি কোন দুর্বলতা তাঁর মধ্যে থেকে থাকে তার জন্য। কারণ, "... আলোর মহাসম্পদ আমরা যেন মৃন্ময় পাত্রেই বহন করে চলেছি, যাতে এই কথা প্রকাশ পায় যে, সেই আলোকসামান্য শক্তি আমাদের মধ্য থেকে নয়, পরমেশ্বরের কাছ থেকেই আসে" (২করি ৪:৭)।

সৌজন্যে : 'দীপ্তসাক্ষ্য' ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ